বাংলাদেশে নারী নির্যাতন

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

প্রাত্যহিক জীবনে নারী বিভিন্ন পর্যায়ে নানামুখী নির্যাতনের শিকার হয়। নারী মূলত: তিনটি পর্যায়ে নির্যাতনের শিকার হয় :

১. পারিবারিক পর্যায়ে
   - ক) নিকটাত্মীয় দ্বারা
   - খ) অনাত্মীয় দ্বারা
২. সামাজিক পর্যায়ে
৩. রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

এই তিনটি পর্যায়কে আরো বহু ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তিনটি পর্যায়ের মধ্যে সামাজিক পর্যায়ের একটি ক্ষেত্র হচ্ছে কর্মস্থল। আমরা কর্মস্থলে নারী নির্যাতনের ধরনগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করি।

কর্মস্থলে নারী নির্যাতনের ধরন

১. উপেক্ষা, অবজ্ঞা
২. চলাচলে বাধা
৩. যৌন হয়রানি
৪. ছিনতাই
৫. উত্যক্ত
৬. অশালীন আচরণ
৭. মর্যাদাকর আচরণ না করা
৮. বাজে ইঙ্গিত করা
৯. গায়ে হাত দেয়া
১০. যানবাহনে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন
১১. অপবাদ দেয়া
১২. কুৎসা রটনা
১৩. শ্রমের অবমূল্যায়ন
১৪. ন্যায্য বেতন / মজুরী না দেয়া
১৫. যোগ্যতার স্বীকৃতি না দেয়া
১৬. নারীকে পণ্য হিসেবে বিকৃত উপস্থাপন
১৭. নীতি নির্ধারণে অংশ নিতে না দেয়া
১৮. মতামতের প্রাধান্য না দেয়া
১৯. ব্ল্যাক মেইলিং
২০. চাকুরী চ্যুতির ভীতি প্রদর্শন
২১. বিভিন্ন ফাঁদে ফেলা
২২. অপহরণ ও পাচার
২৩. সন্ত্রাস
২৪. এসিড ছুঁড়ে মারা
২৫. ধর্ষণ
২৬. খুন

নারী নির্যাতনের কারণ/প্রেক্ষিত

নির্যাতনের ধরনের পাশাপাশি নির্যাতনের কারণগুলোও শনাক্ত করা দরকার। কেননা, আমরা যদি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সফল হতে চাই তাহলে সমাজের এসব ক্ষত সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

কর্মস্থলে নারী নির্যাতনের কারণ/প্রেক্ষিত হিসেবেও কতগুলো বিষয়কে দায়ী করা হয়। যেমন,

- সামাজিক প্রবণতা
- বহুগামিতা
- ক্ষমতা প্রদর্শন
- হীনমন্যতা
- বিকৃত মানসিকতা
- অর্থের লোভ

- ন্যায় বিচার না থাকা
- নারীকে দুর্বল ভাবা
- আইনের ফাঁক ও বাস্তবায়ন না থাকা
- পুরুষতন্ত্র
- কুসংস্কার
- নিরাপত্তাহীনতা
- রাষ্ট্রীয় অবহেলা
- মূল্যবোধের অবক্ষয়
- শিক্ষার অভাব
- অবাধ যৌনাচার
- ইর্ষাকাতরতা
- পরকীয়া
- মাদকাসক্তি
- অশ্লীল চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

কর্মস্থলে এবং কর্মজীবী নারীর যাদের দ্বারা নির্যাতিত তারা মূলত: একটাই শ্রেণী–পুরুষ। সমাজে বিদ্যমান পুরুষতন্ত্র এ নির্যাতনের স্রষ্টা, বাহক ও পুনরুৎপাদক। মজার ব্যাপার হলো, প্রায় ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের জন্য নারীকেও দায়ী করা হয়, এবং যার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তিনি হলেন শাশুড়ী। কিন্তু এই শাশুড়ী নারী হলেও তিনি যে পুরুষতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে কখন যে পুরুষতন্ত্রের পুনরুৎপাদক হয়ে উঠেছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। যাই হোক, কর্মস্থলে নারী নির্যাতনকারী হিসেবে যাদের নাম আসে তারা হলো:

- সহকর্মী
- উর্ধতন থেকে অধ:স্তন কর্মকর্তা
- পুরুষ জনপ্রতিনিধি
- পুলিশ
- প্রশাসক
- সমাজপতি
- মিডিয়া
- স্বামী
- পিতা
- ভাই
- পরিবারের অন্যান্য সদস্য
- নিকটাত্মীয়
- সহপাঠী
- পাত্র/পাত্রী পক্ষ
- মৌলবাদী ব্যক্তি
- আইন ব্যবস্থা
- বাস কন্ডাক্টর
- পুরুষ সহযাত্রী
- প্রেমিক/প্রেমিকা
- বখাটে
- দালাল
- রাষ্ট্রযন্ত্র প্রভৃতি।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, পশ্চিম মাদার বাড়ী, চট্টগ্রাম